দুইটি আসনে এখনো মনোনয়ন চূড়ান্ত করেনি আওয়ামী লীগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে দুটিতে এখনো প্রার্থী চূড়ান্ত করেছেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। আসনগুলো হলো- কুষ্টিয়া-২ ও নারায়ণগঞ্জ-৫। দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন, এই দুটি আসনে প্রার্থী পরে ঘোষণা করা হবে।

রোববার বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলীয় কার্যালয়ে আয়েজিত সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ২৯৮ আসনে চূড়ান্ত প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

মেহেরপুরে কৃষি সচিবের ব্যস্ততম দিন পার

মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশে এসে ব্যস্ত দিন পার করেছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মেহেরপুরে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার ৫ শত কৃষকদের নিয়ে মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার ইছাখালীতে এই মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ বাদল চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আলমগীর হোসেনের সঞ্চালনায় মাঠ দিবস ও কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত

সচিব মাহাবুবুল পাটোয়ারী, যুগ্ম সচিব এনামুল হক, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান, কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক ড. সুজিত সাহা রায়, কৃষি বিপনণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সিফাত মেহেনাজ, প্রকল্প পরিচালক ড. মেহেদী মাসুদ,ঝিনাইদহ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আজগর আলী,কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক ড.হায়াত মাহমুদ, মাগুরা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক সুফি মোহাম্মদ রফিকুজ্জামান, চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা, কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোখলেসুর রহমান প্রমুখ।

মাঠ দিবসে অংশ নেয়ার আগে তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগরে কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আলুর প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শন করেছেন।

এর আগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি সদর উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে রাখেন।

উল্লেখ্য, সচিব ওয়াহিদা আক্তার ২০০৮-২০০৯ সালে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

উৎসবের মেজাজেই হবে ভোট, ৯০ কূটনীতিককে জানাল বাংলাদেশ

বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বের উদ্বিঘ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই, বরং উৎসবের মেজাজে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও অবাধ নির্বাচন হবে। বাংলাদেশের নির্বাচন সরেজমিনে দেখে যাওয়ার জন্য দেশগুলোকে পর্যবেক্ষক পাঠানোরও অনুরোধ জানিয়েছেন পররাষ্ট্র সচিব।

শুক্রবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দিল্লিতে এক বিশেষ ব্রিফিংয়ে এই দেশগুলোর রাষ্ট্রদূত বা শীর্ষ কূটনীতিবিদদের নির্বাচনী

পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন বাংলাদশের পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। সেখানে এমন কথাই আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বের প্রায় ৯০টি রাষ্ট্রকে জানিয়েছে বাংলাদেশ।

৯০টি দেশ হলো এমন দেশ, যাদের বাংলাদেশে সরাসরি কোনও দূতাবাস বা মিশন নেই, কিন্তু দিল্লিতে নিযুক্ত তাদের রাষ্ট্রদূতরাই বাংলাদেশ সংক্রান্ত ঘটনাবলি দেখে থাকেন। আর এরকমই প্রায় ৯০টি দেশের প্রতিনিধিরা হাজির ছিলেন দিল্লিতে বাংলাদেশ হাই কমিশন প্রাঙ্গণে বঙ্গবন্ধু হলে আয়োজিত সেই ব্রিফিংয়ে।

বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে আমেরিকা বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে ধরনের ‘অতি-সক্রিয়তা’ দেখাচ্ছে, সেই পটভূমিতে এই ব্রিফিং ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ! বাংলাদেশে বিগত দেড় দশক ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে আর্থসামাজিক উন্নয়নের কর্মকাণ্ড চলছে এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পরম্পরা বহমান আছে, তাতে দেশের নির্বাচন নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগের বা বিচলিত হওয়ার কোনও কারণ নেই– মূলত এই বক্তব্যই ব্রিফিংয়ে তুলে ধরা হয়।

শনিবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে দিল্লিতে ভারতের সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময়ে মাসুদ বিন মোমেন বলেন, ‘আমাদের নির্বাচন নিয়ে যে পারসেপশন সেটাই আমরা এই দেশগুলোর কাছে তুলে ধরেছি। পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখে যেতেও আহ্বান জানিয়েছি। আমাদের নির্বাচন যে পুরোপুরি শান্তিতে ও আনন্দমুখর পরিবেশেই হবে সেটাও তাদের আশ্বস্ত করেছি।’

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ব্রিফিংয়ে বলেন, ‘বিশ্বের আরও বহু গণতান্ত্রিক দেশের মতোই বাংলাদেশেও নির্বাচন কোনও উৎসবের চেয়ে কম নয়। বাংলাদেশের মানুষও ওই উৎসবে শামিল হওয়ার জন্য এবং নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পছন্দের জনপ্রতিনিধিকে বেছে নেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছেন।’

রাষ্ট্রদূতদের জন্য এই বিশেষ ব্রিফিংয়ের ঠিক আগে শুক্রবার পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন ভারতে তার কাউন্টারপার্ট বিনয় মোহন কোয়াটরার সঙ্গে ‘ফরেন অফিস কনসালটেশনে’ মিলিত হন। দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউসে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ইস্যুর মধ্যে বছর তিনেক বাদে নির্ধারিত গঙ্গা চুক্তির নবায়ন এবং তিস্তার অমীমাংসিত ইস্যু নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

তিন প্রজন্মের শিল্পীর রংতুলিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিবাদ

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রংতুলি হাতে মাঠে নেমেছে ময়মনসিংহের তিন প্রজন্মের শিল্পী সমাজ। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের শেকড় ময়মনসিংহের পুরনো ব্রহ্মপুত্র পাড়ের জয়নুল উদ্যানের ভেতর দিনব্যাপী এই আয়োজনে শিল্পীরা রং তুলির আঁচড়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।

‘দেশ আমার, সিদ্ধান্ত আমার -নির্ভয়ে চলো বাংলাদেশ, এমন স্লোগানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিল্পী সমাজ শুক্রবার সকালে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র পাড়ের জয়নুল আবেদীন উদ্যানের বৈশাখী মঞ্চে জাতীয় সংগীত এর মাধ্যমে শুরু করে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার। ক্ষুদে শিল্পীদের চিত্র অংকন প্রতিযোগিতা আর তিন প্রজন্মের শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনীতে রং তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হয় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আগ্রাসনের ভয়াবহতা। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও শিল্পীদের চিত্র কর্ম প্রদর্শন ছাড়াও দিন ব্যাপী এ আয়োজনের মধ্যে ছিল কবিতা পাঠ, নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাম্রাজ্যবাদ রুখে দেয়ার এমন আয়োজনের যুক্ত হতে পেরে খুশি শিল্পীরা।

আয়োজক কর্মী আমিনুল হাসান লিটু জানান, বাংলাদেশ ও বিশ্বরাজনীতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মোড়ল সেজে নির্লজ্জভাবে খবরদারি করার অপচেষ্টা এবং নানা দেশের যুদ্ধে মানবিক বিপর্যয়ে ক্ষুব্ধ চারুশিল্পীরা। বাংলাদেশ তৃতীয়-বিশ্বভুক্ত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার পর থেকেই সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে। তারা সংঘবদ্ধভাবে এদেশের প্রতিটি কাজে, প্রতিটি সিদ্ধান্তে নগ্নভাবে হস্তক্ষেপ করছে, বাধা প্রদান করছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জয়নুল-কামরুলের অনুসারী চারুশিল্পীরা দেশ এবং মানুষের কল্যাণে রং-তুলি-ক্যানভাস নিয়ে পথে নেমেছে।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শিল্পী সমাজ ময়মনসিংহের সভাপতি মোহাম্মদ

রাজন বলেন, চারুশিল্পীদের একটি জাতীয় মোর্চার পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শিল্প শিরোনামে দেশ আমার, সিদ্ধান্ত আমার, নির্ভয়ে চলো বাংলাদেশ শ্লোগানে প্রতিবাদী শিল্পকর্ম আঁকা ও শিল্পকর্মের প্রদর্শনীসহ নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে।

ময়মনসিংহ বিভাগীয় চারু শিল্পী পর্ষদের সভাপতি মোহাম্মদ রাজন জানান, নতুন ও তরুণ প্রজন্মসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরোধী জনমত গড়ে তুলতেই এই আয়োজন।

রাজধানী ঢাকা ও বিভাগীয় শহর বরিশালের পর ময়মনসিংহে শুক্রবারের এই আয়োজনে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের সৈনিক দুই শতাধিক ক্ষুদে শিল্পী ছাড়াও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিল্পীসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর ও ময়মনসিংহের শতাধিক শিল্পী অংশ নেয়।

তফসিল বাতিলে ১৪১ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার বিবৃতির প্রতিবাদ

জাতীয় নির্বাচনের তফসিল বাতিলের দাবিতে ১৪১ জন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার বিবৃতিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অসত্য ও বিভ্রান্তিকর আখ্যায়িত করে পাল্টা বিবৃতি দিয়েছেন ৩৮৫ জন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। তারা বলেন, বাংলাদেশকে সাংবিধানিক শূন্যতার দিকে ঠেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। এব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকারও আহ্বান জানানো হয়।

বিবৃতিতে সাবেক মুখ্যসচিব, সচিব, আইজিপি, রাষ্ট্রদূত, উপাচার্য, গভর্নর, সেনা কর্মকর্তা, অধ্যাপক, চিকিৎসকসহ ৩৮৫ জন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা স্বাক্ষর করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

হয়েছে। কমিশন এই তফসিল ঘোষণার পূর্বে কমিশনের সব স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে বহুবার আলোচনা করেছে এবং নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকে কমিশনের সঙ্গে মতবিনিময়ের জন্য একাধিকবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কমিশনের এই আহবানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করলেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও সমমনা দলগুলো কমিশনের সঙ্গে আলোচনা করেনি। এমনকি তাদেরকে কমিশন থেকে পৃথকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তারা সে আলোচনায় সাড়া দেয়নি, যা রাজনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত।’

আরও বলা হয়, ‘সরকারের পদত্যাগের জন্য আন্দোলনের নামে অগ্নিসংযোগ, সন্ত্রাস, বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতিসহ অন্যান্য বিচারকদের বাসভবনে হামলা, কর্তব্যরত পুলিশকে নির্মমভাবে হত্যা, সাংবাদিকদের ওপর হামলা, হাসপাতালসহ অন্যান্য স্থাপনায় নাশকতা করা হয়। ২০১৪ সালেও একইভাবে তারা নাশকতা চালিয়েছিল। এখনও সেই মহল তফসিল ঘোষণার পর তাকে এক তরফা নির্বাচন বলে আখ্যায়িত করে তা বাতিলের দাবি করছে। ঘোষিত তফসিল কমিশনের সঙ্গে নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলের জন্য প্রযোজ্য এবং উম্মুক্ত। তাহলে কীভাবে এই তফসিল একতরফা হয় এবং কীভাবে অবসরপ্রাপ্ত কিছু সরকারি কর্মকর্তা কমিশনের সংবিধান সম্মত তফসিলকে এক তরফা তফসিল হিসেবে আখ্যায়িত করে তা বাতিলের জন্য সুপারিশ করেন তা সর্বসাধারণের কাছে বোধগম্য নয়। এই প্রয়াস বাংলাদেশকে একটি সাংবিধানিক শূন্যতার দিকে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর।’

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘১৪১ জনের বিবৃতিতে তত্ত্ববধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তনের বিষয়ে ‘ডকট্রিন অব নেসেসিটি’ র কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোনও দলের একক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও দাবিকে ‘ডকট্রিন অব নেসেসিট‘ বলে চালিয়ে দেওয়া ‘একতরফ‘ বিষয়। তাছাড়া বাংলাদেশে এমন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি, যাতে এর প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে ২০০১ সালে ষড়যন্ত্র করে প্রাথমিকভাবে বিতর্কিত করেছে এবং ২০০৬ সালে বিবিধ পদক্ষেপের মাধ্যমে এক এগারোর সৃষ্টি করে তিন মাসের তত্বাবধায়ক সরকারকে দুই বছরের দীর্ঘ একটি অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশের জনগণ এই তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই ২০০৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত নবম জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত তত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করে।’

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাচনের

বিধিসম্মত তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে-যেখানে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে নিবন্ধিত সব দলের অংশগ্রহণের উম্মুক্ত সুযোগ রয়েছে, তাকে ‘একতরফা তফসিল’ বলার কোনও অবকাশ নেই বলে মনে করেন ৩৮৫ জন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রয়েছেন- মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সাবেক মুখ্য সচিব; ড: ইকবাল মাহমুদ, সাবেক চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক); ড. মোহাম্মদ সাদিক, সাবেক সচিব ও সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি); কাজী রিয়াজুল হক, সভাপতি, বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি ও সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ; ড. আতিউর রহমান, সাবেক গর্ভনর, বাংলাদেশ ব্যাংক; কে. এইচ. মাসুদ সিদ্দিকী, সাবেক সচিব ও সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি); উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত, সাবেক সচিব ও সাবেক সদস্য, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি); মোঃ আবুল মনসুর, সাবেক সচিব; মোঃ নুর উর রহমান, সাবেক সচিব; মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, সাবেক সিনিয়র সচিব; কামাল উদ্দিন তালুকদার, সাবেক সচিব; মোঃমামুনুর রসিদ, সাবেক সচিব; মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, সাবেক সচিব; মোঃ রওনক জাহান, সাবেক সচিব; রেজাউল হাসান, সাবেক সচিব; জিষ্ণু রায় চৌধুরী, সাবেক সচিব (সাবেক রাষ্ট্রদূত); নূরজাহান বেগম, সাবেক সদস্য, সরকারি কর্ম কমিশন; শামসুল আরেফিন, সাবেক সিনিয়র সচিব; সুরাইয়া বেগম, সাবেক সিনিয়র সচিব ও সদস্য, তথ্য কমিশন; ইব্রাহীম হোসেন খান, সাবেক সচিব; মেজবাহ উল আলম, সাবেক সচিব; জ্যোতির্ময় দত্ত, সাবেক সচিব।; আফরোজা খানম, সাবেক সচিব; হুমায়ুন খালিদ, সাবেক সচিব; মোহাম্মদ নুরুল হুদা, সাবেক আইজিপি, সচিব ও কলামিস্ট; ড. হাসান মাহমুদ খন্দকার, সাবেক আইজিপি ও রাষ্ট্রদূত; সাবেক রাষ্ট্রদূত মোঃ আব্দুল হান্নান; সৌরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, সাবেক সিনিয়র সচিব; মোহাম্মদ সিরাজুল হক খান, সাবেক সচিব; অপরূপ চৌধুরী, সাবেক সচিব; অশোক কুমার বিশ্বাস, সাবেক সচিব; ড. প্রশান্ত কুমার রায়, সাবেক সচিব; মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ, সাবেক সচিব; সুবীর কিশোর চৌধুরী, সাবেক সচিব; মোঃ আব্দুস সামাদ, সাবেক সিনিয়র সচিব; সাবেক রাষ্ট্রদূত সোহরাব হোসেন; মোল্লা ওয়াহদেুজ্জামান, সাবেক চেয়ারম্যান, বেসরকারিকরণ কমিশন; ড. কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী, সাবেক মুখ্য সচিব; অশোক মাধব রায়, সাবেক সচিব; সাবেক রাষ্ট্রদূত একেএম আতিকুর রহমান; সাবেক রাষ্ট্রদূত গোলাম মোহাম্মদ; মোহাম্মদ শহীদুল হক, সাবেক সিনিয়র সচিব; সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমেদ সাবেক রাষ্ট্রদূত চৌধুরী

ইখতিয়ার মমিন; সাবেক রাষ্ট্রদূত মাহবুব উজ জামান; সাবেক রাষ্ট্রদূত এটিএম নজরুল ইসলাম; মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, বীর বিক্রম, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার, বাংলাদেশ পুলিশ; এম এ কাদের সরকার, সাবেক সচিব; সুনীল কান্তি বোস, সাবেক সচিব; আমজাদ হোসনে, সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে; অশোক কুমার মন্ডল, সাবেক মহা ব্যাবস্থাপক, টেলিকম; কবির জামান, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিফোন শিল্প সংস্থা; ড. জাফর আহমদ খান, সাবেক সিনিয়র সচিব; কাজী আখতার, সাবেক সচিব; মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন, সাবেক সচিব। মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী, বীর প্রতীক, অবসরপ্রাপ্ত সচিব; লেঃ জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ); জেনারেল আব্দুল ওয়াদুদ, এনডিইউ, পিএসসি (অবঃ); জেনারেল সাব্বির আহমেদ, এসবিপি, ওএসপি, এসজিপি, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ); এয়ার ভাইস মার্শাল সাদে উদ্দিন (অবঃ); মেজর জেনারেল আলাউদ্দিন মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ, বিপি, এনডিসি, পিএসসি (অবঃ); মেজর জেনারেল শিকদার মোঃ সাহাবুদ্দিন (অবঃ); মেজর জেনারেল মোঃ আব্দুর রশিদ, পিএসসি, জি (অবঃ); মেজর জেনারেল নাসির উদ্দিন (অবঃ), এমপি; মেজর জেনারেল মোঃ সালাহউদ্দিন মিয়াজী, পিএসসি (অবঃ); মেজর জেনারেল মোহাম্মদ তৌহিদ-উল-ইসলাম, বিএসপি, এনডিইউ, পিএসসি (অবঃ); রিয়ার এডমিরাল এ কে এম আজাদ (অবঃ); মোহাম্মদ আওলাদ হোসেন মিয়া, অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ; মোঃ আবুল কাশেম হাওলাদার, অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ; এম সানাউল হক, অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ; মোঃ আলী ইমাম চৌধুরী, বিপিএম, অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডিশনাল আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ; বীর মুক্তিযোদ্ধা এ টি আহমেদুল হক চৌধুরী পিপিএম, অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি ও সাবেক চেয়ারম্যান, পিএসসি; বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুস সাত্তার, পিপিএম, অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডিশনাল আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ; বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ নাজমুল হক, পিপিএম, অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডিশনাল আইজিপি, বাংলাদেশ পুলিশ, প্রমুখ।

চট্টগ্রামের সঙ্গে দক্ষিণ-

পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ আরও সহজ হচ্ছে

পদ্মাসেতু চালু হওয়ার পর দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগ হয়েছে সহজ। এবার একই অঞ্চলের সঙ্গে বন্দরনগরী চট্টগ্রামের যোগাযোগ আরও সহজ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। শীতলক্ষ্যা নদীর উপর নির্মিত তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু যুক্ত করেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট এবং ঢাকা -মাওয়া- খুলনা মহাসড়কের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ। এর সঙ্গে ধলেশ্বরী নদীর ওপর নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি থেকে মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০ দশমিক ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ আধুনিক সড়ক নির্মাণ হচ্ছে। এটি হয়ে গেলে দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহন ঢাকায় প্রবেশ না করে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু হয়ে পদ্মাসেতু দিয়ে দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে যাতায়াত করতে পারবে সহজেই। এতে সময় এবং দূরত্ব দুইই কমবে।

নারায়ণগঞ্জের সদর ও বন্দর উপজেলাকে সংযুক্ত করা তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু উদ্বোধন করা হয়েছে গত ১০ অক্টোবর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম নাসিম ওসমানের নামে নামকরণ করা সেতুটির উদ্বোধন করেন। সেতুটি নারায়ণগঞ্জের পাশাপাশি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যানবাহন ও যাত্রীরা যাত্রাবাড়ী-পোস্তগোলা ব্রিজ হয়ে অথবা চাষাঢ়া -সাইনবোর্ড রুটে চট্টগ্রামে যান। এখন শীতলক্ষ্যা সেতু দিয়ে যানবাহনগুলো ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরকে বাইপাস করে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। এতে রাজধানী ও নারায়ণগঞ্জ শহরের ওপর চাপ কমাবে এবং তীব্র যানজটের ভোগান্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এর সঙ্গে ফরিদপুরের ভাঙ্গা ও সিরাজগঞ্জের পর এবার ইন্টারসেকশন সম্বলিত দৃষ্টি নন্দন সড়ক নির্মাণ হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটিতে। পঞ্চবটি মোড় থেকে ছয় লেন সড়ক ৩১০ মিটার করে ফতুল্লা- ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ দুই দিকে প্রসারিত হবে। বর্তমানে সরু এই সড়ক মুন্সীগঞ্জ জেলা শহরের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার যোগাযোগের প্রধান পথ। আঁকাবাঁকা সড়কে প্রায়ই ঘটে দুর্ঘটনা।

প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি চৌরাস্তা থেকে ছয় লেনের ৩১০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি সড়ক ফতুল্লা- ঢাকার দিকে ও নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়ার দিকে একই দৈর্ঘ্যের আরেকটি সড়ক নির্মিত হবে। পাশাপাশি পঞ্চবটি থেকে চরসৈয়দপুর এলাকায় তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু পর্যন্ত ১০ দশমিক ৩৭ কিলোমিটার পথে ৯ দশমিক ০৯ কিলোমিটার দোতলা সড়ক ও পঞ্চবটি থেকে কাশিপুর পর্যন্ত ৩ দশমিক ৫ কিলোমিটার বর্তমান দুই লেনের গড়কটি চার লেনে উন্নীত হবে। আবার তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু থেকে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ৩ দশমিক ৭৫ কিলোমিটারের বর্তমান দুই লেনের সড়কটি চার লেনে উন্নীত হবে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ১৭ দশমিক ৬১ কিলোমিটার ড্রেন ও ৪টি টোলপ্লাজা নির্মাণ করা হবে। এটি হবে ফরিদপুরের ভাঙ্গা এবং সিরাজগঞ্জের পর তৃতীয় ইন্টারসেকশন সম্বলিত দৃষ্টিনন্দন সড়ক। এছাড়া, চর সৈয়দপুরে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু পয়েন্টে একটি গোলচত্তর থাকবে।

প্রকল্পটির পরিচালক জানান, পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়কে ২ দশমিক ৮০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৬টি র্যা ম্পসহ দুই লেন বিশিষ্ট ৯ দশমিক ৬ কিলোমিটার হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে মুন্সীগঞ্জবাসী সহজে দ্রুততম সময়ে যানজট মুক্ত পঞ্চবটি নারায়নগঞ্জ হয়ে ঢাকায় যাতায়াত করতে পারবে। চর সৈয়দপুরে তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতু পয়েন্টের গোলচত্তর থেকে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়কটি চার লেনে উন্নীত হলে দক্ষিণাঞ্চলের যানবাহন ঢাকায় প্রবেশ না করে সেতু হয়ে পদ্মাসেতু দিয়ে উত্তরাঞ্চলে চলাচল করতে পারবে। প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ড্রেন নির্মাণ, ৬টি ওজন স্টেশন, চারটি টোল প্লাজা এবং ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় সূত্র মতে, প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হলে এ সড়কে যাতায়াতে সময় বাচবে প্রায় ৬২ দশমিক ৮৯ শতাংশ এবং যানবাহনের গতি বাড়বে প্রায় ৫ গুণ।

সূত্র জানায়, ২০০৮ সালে ধলেশ্বরী নদীর ওপর নির্মিত ষষ্ঠ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু উদ্বোধনের পর থেকে এর সংযোগ রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়ক। এটি খুব সংকীর্ণ (গড় প্রশস্ততা ৫ দশমিক ৫ মিটার) ও আঁকাবাঁকা। রাস্তার দুই পাশেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়ি থাকায় প্রায়ই দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুরে পাঁচটি সিমেন্ট কারখানা এবং কয়েকটি হিমাগার আছে। ফলে, ওই সড়কে ২৪ টন থেকে ৫০ টনের ভারী যানবাহন

নিয়মিত চলাচল করায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রকল্প এলাকায় বিসিক শিল্পাঞ্চল এবং রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানা থাকায় প্রতিদিন কয়েক লাখ শ্রমিক এ রাস্তা ব্যবহার করেন। এ অবস্থা বিবেচনা করে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ‘পঞ্চবটি থেকে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ’ প্রকল্প গ্রহণ করে। ২০২০ সালের ৮ ডিসেম্বর একনেক সভায় এ প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২ হাজার ২৪২ কোটি ৭৭ লাখ ৪৫ হাজার টাকা। প্রকল্পটি জিওবি এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। এর মেয়াদকাল ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত।

গত ১৪ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সারাদেশের ১৫৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১০ হাজার ৪১টি অবকাঠামোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেছেন। এর মধ্যে পঞ্চবটি-মুক্তারপুর সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তরও রয়েছে। সেদিন সকালে সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এ প্রকল্পগুলো উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী।
মুন্সীগঞ্জ-৩ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মৃণাল কান্তি দাস বলেছেন, নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি থেকে চর সৈয়দপুরে নির্মানাধীন শীতলক্ষ্যা সেতু পর্যন্ত হবে ফ্লাইওভারটি। এটি ব্যবহারে সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করবে মুন্সিগঞ্জবাসী। এরপর আবার চর সৈয়দপুর থেকে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত হবে চার লেন সড়ক। সফল রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা নারায়ণগঞ্জের পঞ্চবটি থেকে মুন্সীগঞ্জের মুক্তারপুর ব্রীজ পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা সড়কের নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মুন্সীগঞ্জবাসীর জন্য সম্ভাবনার এক নব দুয়ার উন্মোচন করেছেন।

৭২ আসনে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের মোট ৭২টি আসনের মনোনয়ন চূড়ান্ত করেছে আওয়ামী লীগ। সেখানে বেশ কয়েকজন বর্তমান সংসদ সদস্য বাদ পড়েছেন বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

বৃহস্পতিবার (২৩ নভেম্বর) দলটির সংসদীয় মনোনয়ন বোর্ডের সভায় এসব প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়। সকাল ১০টা ১০ মিনিটে তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করতে শুরু হয় সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেন মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সভা শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ৭২ আসনে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত হওয়ার তথ্য জানান। চুড়ান্ত হওয়া ৭২ টি আসনের মধ্যে রয়েছে রংপুরের ৩৩টি ও রাজশাহীর ৩৯টি আসনের মনোনয়ন।ধাপে ধাপে বাকি বিভাগগুলোর প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে।ধারাবাহিক এই বৈঠক চলবে শনিবার (২৫ নভেম্বর) পর্যন্ত। এবং আগামী ২৫ নভেম্বর আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করা হবে।

বন্ধু চীনের সাথে সফল ১০ প্রকল্প, কাজ চলে ৬টির

২০১৬ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বাংলাদেশ সফরে মোট ২৭টি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছিল। বিনিয়োগ প্রস্তাব ছিল ২ হাজার কোটি ডলারের। এখন পর্যন্ত মাত্র ১০টি প্রকল্প অগ্রসর হয়েছে। অর্থ ছাড় হয়েছে ৪৭ হাজার কোটি টাকা। বাকি প্রকল্পগুলো আছে প্রাথমিক পর্যায়ে। গত ৭ বছরে যে ২৭ প্রকল্পে অর্থায়ন বা ঋণ প্রদানে আগ্রহ দেখিয়েছিল চীন, তার মধ্যে ১০ টি প্রকল্প বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে ৪টির কাজ শেষ, আর প্রকল্প চলমান আছে ৬ টি।

শেষ হওয়া ৪ টি প্রকল্পের মধ্যে আছে কর্ণফুলী টানেল। মোট ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্ণফুলী টানেলে চীনের ঋণ থেকে অর্থায়ন করা হয়েছে ৬ হাজার ৭০ কোটি টাকা। সম্প্রতি টানেলটি খুলে দেওয়া হয়েছে। এই টানেলের মধ্য দিয়ে কক্সবাজারের সাথে এবং মাতারবাড়ি যাওয়ায় সময় করে আসায় অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে বাংলাদেশ। দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার চীনা অর্থায়নে ৩ হাজার ৪৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬২ দশমিক ২ একর জমির ওপর নির্মিত দাশেরকান্দি পয়ঃশোধনাগার প্রতিদিন ৫০ লাখ টন পয়োবর্জ্য পরিশোধন করতে পারবে, যা ঢাকার মোট পয়োবর্জ্যের ২০ থেকে ২৫ শতাংশের মত। ঢাকার আশপাশের নদীগুলোর দূষণ কমাতে এই পয়ঃশোধনাগার একটি বড় ভূমিকা রাখবে বলে সরকার আশা করছে। ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার তথ্য-উপাত্ত নিরাপদে সংরক্ষণ ও নিরবচ্ছিন্ন মানসম্মত ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে। এ ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠার ফলে দেশের তথ্য দেশেই সংরক্ষিত থাকছে। বছরে এ কোম্পানি থেকে প্রায় ৪০০ কোটি টাকা মুনাফা হবে।

জি ক্লাউড স্থাপন সম্পন্ন হলে দেশের ৪৫ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় হবে এবং কোম্পানির আয় আরও বৃদ্ধি পাবে। এটি বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম ডাটা সেন্টার, যেখানে ডাটা ৯৯.৯৯৫% সুরক্ষিত। এই সেন্টার নির্মাণে অর্থায়ন করেছে চীন। ডেভেলপমেন্ট অব আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ থ্রি প্রকল্পটি শেষ হয়েছে। এর আওতায় ২ হাজার ৬০০ ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের ৬০ শতাংশ মানুষকে ইন্টারনেট সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে সংযুক্ত করতে কারিগরি জ্ঞানের আদান-প্রদান বাড়ানো ও ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধা বাড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এতে খরচ হয়েছে ১৫৬ দশমিক ৫৬ মিলিয়ন ডলার। এই অর্থ পুরোটাই পাওয়া গেছে চীনের দেয়া ঋণ থেকে।

সামনে যে ছয়টি প্রকল্পের কাজ চলছে তারমধ্যে আছে পদ্মা রেল সংযোগ, চট্টগ্রামের সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং বা এসপিএম, ঢাকা আশুলিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, পিজিসিবি’র আওতায় বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইন, ডিপিডিসি’র আওতায় বিদ্যুতের বিতরণ ব্যবস্থা, রাজশাহীতে ওয়াসার ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহ প্রকল্প।

এছাড়া নতুন আরও ৬টি প্রকল্প নিয়ে কাজ হবে আগামীতে। চীনের ঋণ প্রকল্পের আওতায় গ্রহণ করা ১০ টি প্রকল্প প্রায় শেষ পর্যায়ে। ২য় পর্যায়ে আরো ৬টি প্রকল্প গ্রহণ করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ, যেগুলোতে

চীনের ঋণ থেকে অর্থায়ন করা হবে। এগুলোর মধ্যে আছে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জন্য ৪ টি সমুদ্রগামী জাহাজ ক্রয়, তিস্তা নদী রক্ষা, পুনরুদ্ধার ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, চট্টগ্রামে আনোয়ারায় ইকোনমিকাল জোন, আখাউড়া থেকে সিলেট রেললাইন ডুয়েলগেজে রুপান্তর, ডিজিটাল কানেক্টিভিটি ও সকল পৌরসভার জন্য খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্প।

সংকটময় পরিস্থিতিতে চীন সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। ১১ অক্টোবর রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, আমরা বন্ধু। আমরা সবসময় একে অপরের পাশে ছিলাম। যখনই কারো সংকট হয়েছে, চীটটন বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। তিন বছর আগে কোভিড-১৯ মহামারির সময় চীন বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে ডেঙ্গুর খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফলে চীনের অবশ্যই তাদের জন্য কিছু করা উচিৎ। এজন্য আমরা এই ডিভাইস দিয়েছি। এটি দিয়ে ডেঙ্গু পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা যাবে, যাতে পরিস্থিতি উন্নতি করা যায়।

তিনি আরও বলেন, চীন ও বাংলাদেশের জনগণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছে। চীন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, অর্থনীতিতে সবসময় সহযোগিতা করে আসছে।

যুগপৎ আন্দোলনে নয়, ১০০ আসনে লড়বে যুক্তফ্রন্ট

বিএনপির সঙ্গে সরকারবিরোধী যুগপৎ আন্দোলনে থাকা কল্যাণ পার্টির নেতৃত্বাধীন নতুন জোট ‘যুক্তফ্রন্ট’ নির্বাচনে যাওয়ায় ঘোষণা দিয়েছে। তিন দল নিয়ে গড়া এই জোটে আরও রাজনৈতিক দল যুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান ও যুক্তফ্রন্টের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম।

বুধবার (২২ নভেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন এই জোট ‘যুক্তফ্রন্ট’ আত্মপ্রকাশ করে। এ জোটে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (বিএমএল) ও

বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি।

সংবাদ সম্মেলেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বলেন, আমরা মাঠে দাবি আদায়ে সফল না হয়ে, বিকল্প পন্থায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে অবদান নিতে চাই। আশা করছি, এবারের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু হবে।’
তিনি বলেন, ‘ আমরা জোটগতভাবে নির্বাচনে যাব। নির্বাচন জয়ী হলে আমরা বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকতে চাইব। বিরোধী দলে থেকে আমরা জনগণের জন্য কাজ করব। জোটের পক্ষ থেকে আমাদের ১০০ আসনে লড়াইয়ের প্রস্তুতি রয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী সেটা কম-বেশি হবে।’

বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিবেশ নেই’– উল্লেখ মুহাম্মদ ইবরাহিম আরও বলেন, ‘এরকম পরিস্থিতিতে আমরা নির্বাচনে আসতে পারি। সরকারের কাছে আবেদন, সরকার যেন সুন্দর অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের চেষ্টা করে।’ এই মুহূর্তে সংলাপের পরিবেশ তৈরিতে সব পক্ষ যেন পদক্ষেপ নেয় তারও আহবান জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির মহাসচিব জাফর আহমেদ জয়, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের চেয়ারম্যান শেখ জুলফিকার বুলবুল চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচনের আগে বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংস ঘটনা মূল্যায়নে ৫ সদস্যের বিশেষজ্ঞ টিম পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। তারা নির্বাচনের পুরোটা সময় বাংলাদেশে থাকবে।

নির্বাচন কমিশনকে এ সংক্রান্ত চিঠিও দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দুই গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) এবং ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই)।

এনডিআই ও আইআরআই জানিয়েছে, বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে চারজন বিশেষজ্ঞ

এবং একজন সমন্বয়কারী পাঠানো হবে। তারা বাংলাদেশে ছয় থেকে আট সপ্তাহ কাজ করবেন। তারা নির্বাচনের সপ্তাহ দুয়েক আগে ঢাকা পৌঁছাবেন।

এনডিআইয়ের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় কর্মসূচির পরিচালক জেমি স্পাইকারম্যান এবং আইআরআইয়ের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালক স্টিফেন চিমারের যৌথ স্বাক্ষরে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, বিশেষজ্ঞ মিশনের কাজ হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতার জন্য কারা দায়ী এবং এর প্রভাব মূল্যায়ন করা।

এতে আরও জানানো হয়, বিশেষজ্ঞ মিশনের কাজ হবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতার জন্য কারা দায়ী এবং এর প্রভাব মূল্যায়ন করা। এই বিশেষজ্ঞরা নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সহিংসতার ঘটনা মূল্যায়ন করবেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহিংসতা, কোনো রাজনৈতিক দলের অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে সহিংসতা, নারী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সহিংসতা, অনলাইনে হয়রানি ও হুমকি ইত্যাদি বিষয় তারা খতিয়ে দেখবেন। এসব পরিস্থিতিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকাও মূল্যায়ন করবেন তারা।

ভবিষ্যতে নির্বাচন ঘিরে সহিংসতা কমাতে ওই মিশন প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। এ ছাড়া এনডিআই ও আইআরআইয়ের বিশেষজ্ঞরা তাদের মূল্যায়ন জনসমক্ষে প্রকাশের পাশাপাশি ইসিতে প্রতিবেদন জমা দেবেন।

এর আগে গত অক্টোবর মাসে ঢাকায় এসেছিল এনডিআই ও আইআরআইয়ের একটি প্রতিনিধি দল। তারা বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশসহ নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে। সে সময় তারা মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন, আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বিদেশি কূটনীতিকসহ অংশীজনদের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক করে।